দৈনিক

6 FEB 2017

উচ্চশিক্ষায় কমছে বাংলার ব্যবহার

রুমানা রাখি ●

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস (ইউল্যাব) থেকে গণমাধ্যম অধ্যয়ন ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে সদ্য স্নাতক শেষ করেছেন এএইচএম মুরাদ। ১২৯ ক্রেডিটের চার বছরের কোর্সে তাকে পড়তে হয়েছে মোট ৪৪টি বিষয়, এর মধ্যে বাংলা বিষয়ক ছিল মাত্র তিনটি। এমনটা শুধু ইউল্যাবেই নয়, দেশের প্রায় সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রই এমন। একইভাবে দেশের বেশিরভাগ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বই ও প্রশ্ন কাঠামো হয় ইংরেজিতে। এতে করে উচ্চশিক্ষায় কমছে বাংলা ভাষার ব্যবহার।

বিশেষজ্ঞরা জানান, উচ্চশিক্ষায় বাংলা বইয়ের ব্যবহার বাড়াতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে ইংরেজি ভাষার ভালোমানের বইয়ের অনুবাদ করার। একই সঙ্গে দেশের শিক্ষাবিদদেরও বাংলায় বই লিখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ও ইংরেজি

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

উচ্চশিক্ষায় কমছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) দুই মাধ্যমকেই যথাযথ প্রাধান্য দিতে হবে। এভাবেই সমাদৃত হবে বাংলা ভাষা। তবে শিক্ষার্থীদের কাছে মাতৃভাষায় জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার কাজটা করবে কারা? এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিকেই ভূমিকা নেওয়ার কথা বলছেন কেউ কেউ। আবার বাংলা একাডেমি বলছে, এ কাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই করতে হবে। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে কিছুই হচ্ছে না। উল্টো প্রতিনিয়ত ইংরেজি ভাষার দিকেই ঝুঁকছেন শিক্ষার্থীরা, আর পিছিয়ে পড়ছে বাংলা ভাষা থেকে। এ বিষয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, উচ্চশিক্ষার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি ভাষায় রচিত বইয়ের অভাব নেই। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলায় এসব বই খুঁজেও পায় না শিক্ষার্থীরা। ইংরেজি বা বিদেশি ভাষাও শিখতে হবে, তবে সেটি বাংলাকে উপেক্ষা করে নয়। এ জন্য অবশ্য সরকার ও বাংলা একাডেমিকে একটি প্রকল্প করে বাংলা ভাষায় বই লেখা ও অনুবাদ করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে বাংলা বই পায়। শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় না, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে ইংরেজির ব্যবহার। এশিয়ার অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা অনুষদের কিছু বিভাগে ইংরেজি ও বাংলাতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকলেও বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই ইংরেজিটাকেই বেছে নেয়। আবার অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞানসহ বেশিরভাগ বিভাগেই ইংরেজিতে পরীক্ষা দিতে হয়। এ ছাড়া ব্যবসায় অনুষদ ও বিজ্ঞান অনুষদে ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র নোমান চৌধুরী শিহাব বলেন, আমাদের ফ্যাকাল্টিতে সব বিভাগেই ইংরেজিতে পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু বাংলায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকলে ভালো হতো। তাছাড়া এসব বিষয়ে বাংলায় কোনো বই না থাকায় আফসোস প্রকাশ করেন এই শিক্ষার্থী।

শিক্ষাবিদ ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এ বিষয়ে বলেন, যেহেতু বাংলা একাডেমি দেশের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং গুণমানসম্পন্ন, তাই এই বিষয়ে তাদেরই উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আবার এ বিষয়ে বাংলা একাডেমির ভূমিকা সম্পর্কে মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, মাতৃভাষায় বই-পুস্তক না পড়তে পারলে সেটি গভীরভাবে বোঝা, উপলব্ধি করা এবং নিজস্ব চিন্তাধারা গড়ে তোলা কঠিন হয়। তবে অনুবাদ চর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই একটা ইনস্টিটিউট হওয়া দরকার। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই কাজটা করা সম্ভব, একাডেমির পক্ষে এটা অসম্ভব। কারণ এর জন্য দক্ষ জনবল বা শিক্ষকদের যে পরিমাণ বেতন ও ভাতা দেওয়া দরকার সেটা একাডেমির নেই।

অবশ্য এর সহজ সমাধান দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, টেক্সট বই রচিত হোক তা আমাদের শিক্ষকরাও চান। আমার মনে হয়, শিক্ষকদের সে সুযোগ-সুবিধা দিলে তা করা যাবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ প্রয়োজন।